তারিখ ৩১ MAY 2018
পৃষ্ঠা ২৪ কলাম ৬

যুগান্তর

প্রাথমিকে নিম্নমানের বই সরবরাহ

১৯ মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের জরিমানা

যুগান্তর রিপোর্ট

প্রাথমিক স্তরের শিশুদের হাতে তুলে দেয়া এবারের পাঠ্যবইয়ের কাগজ, বাঁধাই ও ছাপা— সবই ছিল নিম্নমানের। জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) অনুসন্ধানে প্রমাণিত হয়েছে এসব দিক। এছাড়া নির্ধারিত সময়ে বই সরবরাহেও ব্যর্থ হয়েছে মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানগুলো। এই চার কারণে এবারের বই ছাপার কাজে নিয়োজিত ২২ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৯টিকে ৫২ লাখ ৩৬ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। বাকি ৩টির কার্যক্রমও পর্যালোচনা চলছে বলে জানা গেছে। এছাড়া মাধ্যমিক, কারিগরি ও মাদ্রাসা স্তরেও এবার নিম্নমানের পাঠ্যবই সরবরাহ করা হয়েছে বলে অভিযোগ আছে। কিন্তু এ বিষয়ে তদন্তের কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি। এমনকি এসব বইয়ের মান নিরীক্ষার পদক্ষেপও নেই। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, এই তিন পর্যায়ের বই জাতীয় বাজেটের অর্থে ছাপা হয়। প্রাথমিকের বইয়ের অর্থায়নে বিদেশী দাতাগোষ্ঠী না থাকলে এক্ষেত্রেও নিম্নমানসহ অন্য ত্রুটি নিয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া হতো না। এসব ব্যাপারে জানতে চাইলে এনসিটিবি চেয়ারম্যান নারায়ণ চন্দ্র সাহা যুগান্তরকে বলেন, ১৯ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ধার্যকৃত জরিমানা আমরা এরই মধ্যে আদায় শুরু করেছি। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো বিল নিতে এলে আমাদের কাছে আটকে রাখা অর্থ থেকে কেটে রেখে বাকিটা পরিশোধ করা হচ্ছে।

মাধ্যমিকের বইয়ের মান পরীক্ষা নিয়ে আগ্রহ না থাকার বিষয়ে তিনি বলেন, আমি নতুন এসেছি। তাই এ বিষয়ে বিস্তারিত জানি না। তবে আগামী বছরের বইয়ের মানের বিষয়ে কঠোরভাবে বলে দিয়েছি।

২০১১ সাল থেকে সরকার আন্তর্জাতিক টেন্ডারে প্রাথমিকের পাঠ্যবই ছাপাচ্ছে। সেই থেকে ভারতীয় কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি কাজ করছে। কিন্তু এসব বিদেশী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানকে হটাতে দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলো সিন্ডিকেট করে সরকার যে দামে বই ছাপার কাজ দিতে চায় (প্রাক্কলিত দর) তার চেয়ে ১০৯ কোটি টাকা কম দর দিয়েছিল। এক্ষেত্রে প্রাক্কলন ছিল ৩৩০ কোটি টাকা। আর ২২ মুদ্রাকর মোট দর দিয়েছিলেন ২২১ কোটি টাকা। এভাবে অস্বাভাবিক কম দাম দেয়ায় নিজেদের 'ক্ষতি' রোধে বইয়ের কাগজ এবং ছাপা ও বাঁধাইয়ের মান রক্ষা করতে পারেননি বলে কয়েকজন দরদাতা জানিয়েছেন।

জানা গেছে, এবারের প্রাথমিকের বইয়ের মান নিরীক্ষায় তিনটি পর্যায়ে তদন্ত হয়। এনসিটিবি, এডিবিসহ ৯টি দাতা সংস্থার কনসোর্টিয়াম এবং টেন্ডারের শর্তানুযায়ী কাজ পাওয়া বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান 'কন্টিনেন্টাল বিডি লিমিটেড'। এনসিটিবির তদন্তে নেতৃত্ব দেন সংস্থাটির সদস্য (পাঠ্যপুস্তক) অধ্যাপক ড. সিদ্দিকী। সঙ্গে আরও ১০ জন সদস্য ছিলেন। এই কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ীই ১৯টি প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করা হয়েছে। কমিটির একাধিক সদস্য জানান, তদন্তে দেখা গেছে, দরপত্রের শর্তানুযায়ী ৮০ গ্রাম সাদা কাগজ, নির্দিষ্ট উজ্জ্বলতা ও কাগজের পুরুত্ব রক্ষা করা হয়নি। চার রঙে ছাপার কথা থাকলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা হয়নি। বাঁধাইয়ের ক্ষেত্রে সুতা বাঁচাতে নির্দিষ্ট মাপের সেলাই দেয়া হয়নি। এমনকি ৭টি প্রতিষ্ঠান সময়মতো বই সরবরাহ করেনি।

বিলম্বে বই দেয়ায় জরিমানার মুখে পড়া প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে আছে সরকার প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং। এই প্রতিষ্ঠানটি কাগজ, ছাপার মানসহ অন্য দোষেও চিহ্নিত হয়ে মোট ১ লাখ ২৬ হাজার ৭৬১ টাকা জরিমানার শিকার হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে প্রায় প্রতিবছরই নানা অভিযোগ থাকার পরও কাজ পাচ্ছে বলে এনসিটিবির কয়েকজন কর্মকর্তা জানান। বর্তমান সরকারের সাবেক একজন মন্ত্রীর প্রতিষ্ঠান ধলেশ্বরী লিমিটেডকে দেরিতে বই সরবরাহসহ অন্য অপরাধে মোট ১৯ লাখ ১৬ হাজার ৫৫৫ টাকা জরিমানা হয়েছে। এভাবে বিভিন্ন টাকার অংকের জরিমানা করা হয়েছে এসআর প্রিন্টিং প্রেস, প্রমা প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স, এপেক্স প্রিন্টিং অ্যান্ড কালার, সিটি আর্ট প্রেসকে। এছাড়া জুপিটার প্রিন্টার্স, সীমান্ত প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স, মৌসুমী অফসেট প্রেস, প্রিয়াংকা প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিকেশন্স, বলাকা প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্সসহ আরও ১৩টি প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করা হয়েছে। ১৯ প্রতিষ্ঠানকে মোট জরিমানা করা হয়েছে ৫২ লাখ ৩৬ হাজার ৭১৮ টাকা ৫৫ পয়সা।

এ ব্যাপারে এনসিটিবি চেয়ারম্যান বলেন, এনসিটিবির কাছে মুদ্রাকরদের মোট ৩৫ শতাংশ টাকা আটকা আছে। এর মধ্যে ২০ শতাংশ হচ্ছে বই সরবরাহ পরবর্তী পরিদর্শন (পিএলআই) বাবদ এবং পারফরম্যান্স গ্যারান্টির (পিজি) ১৫ শতাংশ টাকা। এই টাকা থেকেই জরিমানা কেটে রাখা হচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে মুদ্রণ শিল্প সমিতির সভাপতি শহীদ সেরনিয়াবাত রোববার বিকালে যুগান্তরকে বলেন, গতবছরই আমরা জাতির প্রতি অঙ্গীকার করেছিলাম, মানসম্মত বই দেব। কিন্তু এমন তথ্য পেয়েছি যাতে আমি লজ্জিত। আমি শুনেছি মানসম্মত বই না দেয়ায় কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করা হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে আমি এবং সমিতি মানসম্মত বইয়ের পক্ষে। তাই এ ব্যাপারে যদি এনসিটিবি কোনো আইনানুগ পদক্ষেপ নেয়, তাহলে আমাদের বলার কিছু নেই। বরং আমি মনে করি, এখান থেকে সমিতির সদস্যদের শিক্ষা নেয়ার আছে।

এদিকে বইয়ের মান নিরীক্ষায় কন্টিনেন্টাল বিডির কার্যক্রমেও খুশি নয় এনসিটিবি। এনসিটিবির একাধিক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, এনসিটিবির কমিটি বইয়ে ত্রুটি পেলেও কন্টিনেন্টাল রহস্যজনক কারণে কাগজ ও ছাপার মান নিয়ে তেমন সমস্যা পায়নি। এমন পরিস্থিতিতে আগামী বছর থেকে কন্টিনেন্টালকে বইয়ের মান নিরীক্ষার দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেয়ার চিন্তাভাবনা চলছে বলে এনসিটিবির একাধিক কর্মকর্তা জানিয়েছেন।

এ ব্যাপারে সম্প্রতি আলাপকালে কন্টিনেন্টাল বিডির ম্যানেজার শেখ বেলাল হোসেন যুগান্তরকে বলেন, বই সরবরাহের ছাড়পত্র কেবল আমরাই নই, এনসিটিবির ৭ সদস্যের কমিটিও যৌথভাবে দিয়েছি। সুতরাং কেবল আমাদের কাজের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুললে বা দায় চাপানো হলে তা অন্যায় হবে।